শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

এই সিরিজে আরো আছে:

শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ:
শিশু এবং কম বয়স্কদের প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ:
বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

২০০৯ সালে প্রকাশিত

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

২০১৭ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

www.endcorporalpunishment.org

চ্যারিটি নিবন্ধন নং. ৩২৮১৩২।

নিবন্ধিত অফিস: The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.net

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন, সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশন এর একটি অংশ, যা সুইজারল্যান্ডে নিবন্ধিত ২৯টি সেভ দ্য চিলড্রেন সংস্থার একটি ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিশু অধিকার সংগঠনের একটি। সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন প্রধান অফিস: Rädda Barnen,
SE-107 88 Stockholm, Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.

শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ভাবলে বহু প্রশ্ন উঠে আসে, বিশেষ করে মা-বাবা ও পারিবারিক জীবনে এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কী হতে পারে। এই পুস্তিকায় সাধারণভাবে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া এবং এই নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক ভুল ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্নসমূহ

অধ্যায় ১: সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ

৮ শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?

১০ শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন কী এবং এটা শিশুদের শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে কী বলে?

১২ জনমত জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই শারীরিক শাস্তির ওপর একটি আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে। আমাদের কি জনগনের কথা শোনা উচিত নয়?

১৩ প্রায়শই শারীরিক শাস্তির সমর্থনে অল্পবয়সীদের বক্তব্য শোনা যায় - আমাদের নিশ্চয়ই তাদের কথা শোনা উচিত?

১৪ শৈশবে শারীরিক আঘাতে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। আমার বাবা-মা যদি শারীরিকভাবে আমাকে শাসন না করতেন তবে কি আজকের অবস্থানে আমি আসতে পারতাম?

১৭ এটি ছাড়াও শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের অনেক খারাপ দিক বা উদাহরণ আছে – তবু কেন এই ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে?

১৮ সন্তানকে নিজের বিবেচনাবোধ অনুযায়ী লালনপালন করার অধিকার সব মা-বাবার আছে। শুধুমাত্র মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেই কি তাদের অভিযুক্ত করা উচিত নয়?

২০ শিশুকে প্রহার করা এবং সস্নেহ আঘাত করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাটা কি অতিরিক্ত কঠোর হয়ে যাচ্ছেনা?

২৩ সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ না করে শুধু বিপজ্জনক আঘাত কেন সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে না?

২৪ আমার ধর্মে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগের বিধান আছে। আমাকে এটা পরিহার করতে বলা কি ঠিক বা যুক্তিযুক্ত?

২৬ এর মধ্যে আইন আনতে হবে কেন? এর বদলে শারীরিক শাস্তি থেকে বিরত থাকার জন্য বাবা-মাকে কেন শেখানো হচ্ছে না?

২৭ বেশীরভাগ শারীরিক শাস্তিই পরিবারে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় ঘটে; যা নিষেধাজ্ঞা জারি করে বন্ধ করা অসম্ভব হবে, তাহলে নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা কী?

২৮ অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা, শিক্ষক ও শিশুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনযাপন খুবই কঠিন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কি উচিত নয় তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করা?

৩১ শারীরিক শাস্তি আমার সংস্কৃতি ও শিশু পালন ঐতিহ্যের একটি অংশ। আর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অনেকটা ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ। তাহলে কি শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে আমার সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছেনা?

৩২ শিশুদের আঘাত করার চর্চা থেকে সরে আসা কেন এত কঠিন?

অধ্যায় ২: সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের প্রভাব সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ

৩৬ শারীরিক শাস্তি বন্ধ হলে শিশুরা কি কোনো কিছুর পরোয়া না করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বেনা?

৩৯ যদি শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কি শিশুরা আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতো না – মানসিক শাস্তি, অপমান করা বা ঘরে বন্ধ করে রাখা?

৪০ শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হলে কি হাজার হাজার মা-বাবা শাস্তির শিকার হবেন না? কিংবা শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না?

৪২ শিশুরা যাতে নিজেদের ক্ষতি না করে সেজন্য শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ কি গ্রহণযোগ্য নয়?

অধ্যায় ১: সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ

শারীরিক শাস্তি কি সত্যি কষ্টদায়ক?

হ্যাঁ, নিশ্চিত ভাবেই! এটা শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। বিশ্বজুড়ে গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায় যে, শিশুরা বলা শুরু করেছে শারীরিক শাস্তি তাদের কতটা যন্ত্রনা দেয়। ২০০৬ সালে শিশুদের ওপর সহিংসতা সম্পর্কিত জাতিসংঘের মহাসচিবের সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়। সমস্যার বিস্তার ও প্রকৃতি অনুযায়ী এটি বিশ্বব্যাপী প্রথম ব্যাপক সমীক্ষা। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দানকারী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পাওলো সার্জিও পিনহেইরো জানান–

"সমীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালে, সবধরনের সহিংসতা বন্ধ করার জন্য শিশুরা ক্রমাগত জরুরীভাবে তাদের দাবী প্রকাশ করেছে। আঘাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শিশুরা শুধুমাত্র শারীরিকই নয়, এই সহিংসতার কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাতের কথাও বলেছে – এই সহিংসতার কারণ হিসেবে বয়স্কদের কাছে গ্রহণযোগ্যতাই নয় অনুমোদনও যৌথভাবে দায়ী।"

বস্তুত এটি একটি জরুরি অবস্থা হিসেবে সরকারের গ্রহণ করা উচিত যদিও এটি কোনো নতুন সংকট নয়। শতাব্দীকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বড়দের হাতে শিশুরা সহিংসতার শিকার হয়েছে। তবে এখন শিশুদের উপর সহিংসতার মাত্রা ও প্রভাব ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পেতে শিশুদের এই নি:শর্ত অধিকার পূরণের এখনই সময়।"

১. পিনহেইরো, পি.এস. (২০০৬), ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন, জেনেভা: ইউএন সেক্রেটারি জেনারেলস স্ট্যাডি অন ভায়োলেন্স এগেইস্ট চিলড্রেন। সমীক্ষাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ও ডাউনলোড করতে দেখুন http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx

সন্তানকে শারীরিক-মানসিক কষ্ট দেয়া, শিশু অধিকারের লঙ্ঘন। বয়স্করা প্রায়ই শিশুদের শাস্তি দিতে গিয়ে আঘাতের মাত্রা নিরুপণ করতে পারেন না। ফলে শিশুরা অনেক বেশি কষ্ট পায়। বড় একটি গবেষণায় "আঘাতে"র সময় মাতাপিতাকে শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় পাওয়া যায় যে প্রতি পাঁচ জনে দুইজন যা করতে চেয়েছিলেন চেয়ে আলাদা শক্তি ব্যবহার করেছিলেন।[২] সাইকিয়াট্রি ইনস্টিটিউট ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এর একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করে যে আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত করা হয় এমন পরিস্থিতিতে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সক্রিয়তা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যার ফলে শক্তির মাত্রা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয় এবং মানুষ বেশি মাত্রায় শক্তি প্রয়োগ করে।[৩]

উপরন্তু, বয়স্করা প্রায়শই শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে সৃষ্ট মানসিক আঘাত, সন্তানের মর্যাদার ওপর তার প্রভাব এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপরে সম্ভাব্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি উপলব্ধি করতে পারেন না। গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ আড়াই শতরও বেশি গবেষণা সম্পর্কে অবগত আছে যাতে বলা হয়েছে, শারীরিক শাস্তির ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য, বেড়ে ওঠা ও আচরণে বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এগুলো এমনকি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতে প্রভাব রাখে যেমন দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্য, জ্ঞান বৃদ্ধিতে বাধা, পড়াশোনার ফল খারাপ হওয়া, নৈতিক দুর্বলতা, সহিংস কিংবা অসামাজিক আচরণ।[৪]

২. কিরওয়ান, এস এবং বাসেত, সি. (২০০৮), এল এস পি সি সি তে উপস্থাপিত, ব্রিটিশ মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো/ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন

৩. শারজিল, এস এস, এট আল (২০০৩), "টু আইস ফর এন আই: দ্য নিউরোসায়েন্স অফ ফোর্স এসকালেশন", সায়েন্স, ভলিউম ৩০১, ১১ জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৮৭

৪. আরো তথ্যের জন্য দেখুন, করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন: সামারী অফ রিসার্চ অন ইটস ইমপ্যাক্ট এন্ড এ্যাসোসিয়েশন, পাওয়া যাবে, https://endcorporalpunishment.org/resources/research/

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন কী এবং এটা শিশুদের শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে কী বলে?

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন বা UNCRC, শিশুদের অধিকার রক্ষায় এ যাবত প্রকাশিত সবচেয়ে সম্পূর্ণ বিবৃতি এবং ইতিহাসের সবচেয়ে অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি। এই কনভেনশনে ৫৪টি নিবন্ধ আছে যা একটি শিশুর জীবনের সব দিক অন্তর্ভুক্ত করে এবং সব জায়গার সব শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ঘোষণা করে।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির কাজ হচ্ছে যেসব দেশ এটি স্বাক্ষর এবং অনুসমর্থন করেছে, সেখানে কনভেনশনটি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। কমিটি স্পষ্ট করেছে যে UNCRC চায় নিজ গৃহ, বিকল্প যত্ন স্থাপনা, ডে কেয়ার, স্কুল ও ফৌজদারি স্থাপনাসহ সব স্থাপনায় সমস্ত শারীরিক শাস্তির বর্জন ও নিষেধাজ্ঞা। কমিটি সাধারণ মন্তব্য ৮ নং (২০০৬) এ "শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর বা লাঞ্ছনাকর শাস্তি থেকে সুরক্ষা পাবার শিশু অধিকার (নিবন্ধ ১৯;. ২৮, অনু ২; এবং ৩৭, প্রসঙ্গ)" এই বাধ্যবাধকতা সংহত এবং নিশ্চিত করেছে, যা সাধারন মন্তব্য নং ১৩ (২০১১) এ পুনর্ব্যক্ত হয়েছে, "সকল প্রকার সহিংসতা থেকে শিশুদের মুক্তির অধিকার"।

এই কমিটি নিয়মিতভাবে দেশগুলোতে এর বাস্তবায়ন পরীক্ষা করছে এবং শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের পক্ষে সুপারিশ করে আসছে। অন্যান্য চুক্তি পরীক্ষণকারী সংস্থাগুলোও একই সুপারিশ করা শুরু করেছে। দেশগুলোর সামগ্রিক মানবাধিকার দলিলের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতেও নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়মিতভাবে উত্থাপন করা হচ্ছে।

জনমত জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই শারীরিক শাস্তির ওপর আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিপক্ষে। আমাদের কি জনগনের কথা শোনা উচিত নয়?

নারীর ওপর সহিংসতা, জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে রাজনীতিবিদরা যেমন জনমতের অপেক্ষা না করেই নেতৃত্ব দিয়েছন, শারীরিক শাস্তি নিষেধের জন্যও তাদের এমন ভূমিকা রাখা উচিত। মানবিক মর্যাদার পূর্ণ সুরক্ষায় প্রাপ্তবয়স্কদের মত শিশুদের জন্য আইন প্রণয়ন নিশ্চিত করতে সরকারী দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকারী প্রায় সব দেশই জনমত জরিপের অনেক আগেই তা বাস্তবায়ন করেছে এবং তারপর জনমত দ্রুত এই পরিবর্তন সমর্থন করেছে। আর কয়েক বছর পর আমরা যখন পেছন ফিরে দেখবো, এই ব্যাপারটি আমাদের লজ্জায় ফেলে দেবে যে, শিশুদের আঘাত করাটা অনুমোদিত ছিল।

জরিপের ফলাফল সাধারণত নির্ভর করে কীভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং উত্তরদাতার কাছে কতটুকু তথ্য আছে তার ওপর। জনগণকে শিশুদের সুরক্ষায় বিদ্যমান বৈষম্য এবং নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানানো হলে তারা এই নিষেধাজ্ঞা ভালোভাবে সমর্থন করতে পারে - এবং পুন: জরিপে প্রশ্নগুলো ভিন্ন উপায়ে জিজ্ঞেস করা হলে, ফলাফলও লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন হয়।

প্রায়শই শারীরিক শাস্তির সমর্থনে অল্পবয়সীদের বক্তব্য শোনা যায় - আমাদের নিশ্চয়ই তাদের কথা শোনা উচিত?

এটা সত্য যে কখনও কখনও শিশুরা বলবে, শারীরিক শাস্তি তাদের জন্য ভালো, এটা তাদের সঠিক আচরণ শেখায়, এমনকি এটাও বলতে পারে যে, মা-বাবা তাদের ভালোবাসেন বলেই মারধোর করেন। এবং অবশ্যই ওরা কী বলছেন তা আমাদের শোনা উচিত। কিন্তু বয়স্কদের একমাত্র দায়িত্ব শিশুদের কথা শুধুমাত্র শোনা নয়, বরং তারা কি বলছে তা উপলব্ধি করাও। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে শারীরিক শাস্তির দ্বারা সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক আঘাত সম্পর্কে শিশুরা আমাদের জানাতে আরম্ভ করেছে (দেখুন "শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক", পৃষ্ঠা ৮)। শিশুরা শারীরিক শাস্তির পক্ষে কথা বললে এটাই প্রমাণ হয় যে, তারা এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠছে যে শারীরিক শাস্তি তাদের জন্য ইতিবাচক। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, শিশুরা বড়দের মনোভাব ও আচরণ রপ্ত করছে এবং তাদের নিজেদের আঘাতের জন্য বড়দের দায়ী না করে বরং এর ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে।

শিশুদের মানবিক ও শারীরিক মর্যাদা রক্ষা এবং লাঞ্ছনা থেকে সমান সুরক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আইনগতভাবে এই অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সরকারগুলোর। আর অভিভাবক ও অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব হল শিশুদেরকে নিজের ও অন্যদের এইসব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

শৈশবে শারীরিক আঘাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আমার বাবা-মা যদি শারীরিকভাবে আমাকে শাসন না করতেন তবে কি আজকের অবস্থানে আমি আসতে পারতাম?

আমরা কেউই জানি না জীবনে কি হতো, যদি শৈশবে বাবা-মা কখনই আঘাত বা অপমানিত না করতেন। কেউ আবার বলছেন এটা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, তারা আসলে খুব কাছের মানুষের থেকে আঘাত পাওয়ার ব্যাপারটা অস্বীকার করছেন।

বড়রা যারা শৃঙ্খলার নামে তাদের সন্তানদের আঘাত করা শুরু করেছেন সাধারণত তারা নিজেরাও সন্তান হিসাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও গবেষণায় দেখা গিয়েছে তারা প্রায়ই পরে এটা সম্পর্কে অপরাধবোধে ভোগেন, কিন্তু তারা তাদের সন্তানদের আঘাত করা অব্যাহত রাখেন, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সহ্যের শেষ সীমার দিকে পৌঁছে যান। এর জন্য আগের প্রজন্মকে দায়ী করা অর্থহীন, কারণ তারা তখনকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই তা করেছিলেন। কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে মা–বাবার সমালোচনা করতে ভয় পাই বলেই সামাজিক পরিবর্তনকে অস্বীকার করা উচিত নয়। সময় বদলেছে এবং সমাজ এগিয়ে গেছে। যেমনভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সমাজ অগ্রসর হয়েছে, একইভাবে শিশুদের অধিকার স্বীকৃতির জন্য তাদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে শীঘ্রই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

কেউ কেউ বলেন যে: "আমাকে শৈশবে আঘাত করা হয়েছে এবং আমি ঠিক আছি।" কিন্তু এসব মানুষেরা কেউই বলবেন না যে, এসব অভিজ্ঞতার ফলে তারা একটি সুন্দর শৈশব পেয়েছেন। বরং তারা যেভাবে এসবের মোকাবেলা করেছেন, তার ফলেই আজকের অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছেন; শৈশবে শাস্তি পাওয়ার কারণে নয়।

“মা-বাবার সমালোচনা করতে ভয় পাই বলে পরিবর্তনকে অস্বীকার করাটা ভুল।”

“কঠোর “শৃঙ্খলা” হলো শিশুদের প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে প্রচলিত একটি ধরন।”

এটি ছাড়াও শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের অনেক খারাপ দিক বা উদাহরণ আছে - তবু কেন এই ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে?

ইউনিসেফ এর তথ্যমতে, সহিংস "শৃঙ্খলা" শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সবচেয়ে সাধারণ রূপ।[৫] শারীরিক শাস্তি দ্বারা প্রতি বছর সহস্রাধিক শিশু হত্যা করা হয় - বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক - এবং আরো লক্ষাধিক শিশুকে আহত করা হয়। এটা একটি অর্থহীন বা ছোটখাট সমস্যা নয়।

কিন্তু এটা কেবল একটি শিশুর সুরক্ষার ব্যাপারই নয়। শারীরিক শাস্তির অনুমোদন এটাই প্রমাণ করে যে, অনেক দেশে শিশুদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়না। তাদের অভিভাবকদের মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ শিশুই প্রতিনিয়ত শারীরিক শাস্তির শিকার হচ্ছে এবং এটি তাদের শারীরিক ও মানসিক মর্যাদা লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে। যেমন নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার নিষেধাজ্ঞা এবং আপত্তি নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের অধিকারের স্বীকৃতির মূলে রয়েছে, তেমনি এটা শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞা শিশুদের অবস্থার উন্নতি করে এবং সমাজে তাদের মূল্যায়ন এবং আচরণে ইতিবাচক অবদান রাখে। শিশুর প্রতি শারীরিক আঘাতের আইনি অনুমোদন বজায় রেখে কোনো রাষ্ট্রই দাবি করতে পারেনা যে তারা শিশুদের পূর্ণ অধিকার রক্ষা করছে কিংবা শিশুর সুরক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫. ইউনিসেফ (২০১৪), হিডেন ইন প্লেইন সাইট: এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল এনালাইসিস অফ ভায়োলেন্স অ্যাগেইন্সট চিলড্রেন, এন ওয়াই: ইউনিসেফ

সন্তান প্রতিপালন কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মা-বাবা রাখেন। শুধুমাত্র শিশুর প্রতি মারাত্মক নির্যাতন করা হলেই কি তাদের অভিযুক্ত করা উচিত নয়?

আজকের সমাজ শিশুদের বাবা-মায়ের সম্পত্তি হিসেবে না দেখে তাদের নিজস্ব অধিকারবলে মানুষ হিসেবে দেখা শুরু করেছে। মানুষ হিসেবে, শিশুরা মানবাধিকার ভোগ করবে - এবং এটি তাদের বাড়ির সামনে দরজা পর্যন্ত এসে থেমে যাবে না। প্রাপ্তবয়স্কদের যেমন সঙ্গীর সহিংস আচরণ থেকে আইনি সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি শিশুদেরও অধিকার আছে শারীরিক আঘাত থেকে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার। এটি এখন আর কোনো গোপন বিষয় নয়, যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে মা-বাবার দায়িত্ব পালনের প্রতি জোর দেয় (আর্টিকল ১৮)। কেউ কেউ অবিরতভাবে যুক্তি দেখান যে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে একটি শিশুকে আঘাত করা, আসলে, দীর্ঘ মেয়াদে সন্তানের ভালোর জন্যই করা হয়। কিন্তু শিশু অধিকার কমিটি বিবৃতি দিয়েছে যে:[৬]

৬. সাধারণ মন্তব্য ৮নং এ "শারীরিক শাস্তি ও অন্যান্য নিষ্ঠুর কিংবা অবমাননামূলক শাস্তি থেকে শিশুদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বলেছে (অনুচ্ছেদ ১২; ২৮, ধারা ২; এবং ৩৭, প্রসঙ্গত)" (অনুচ্ছেদ ২৬)। এটি পাওয়া যাবে http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/CRC-general-comment-8.pdf

"... একটি শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ কী তার ব্যাখ্যা পুরো কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, সেই সঙ্গে সব ধরনের সহিংসতা থেকে শিশুকে সুরক্ষা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে এবং তাদের মতামতের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে; এটা কোন ভাবেই শারীরিক শাস্তি এবং অন্য ধরনের নিষ্ঠুর বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়ার মত প্রথার ব্যবহার সমর্থন করে না, যা শিশুর মানবিক ও শারীরিক মর্যাদার অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।"

সর্বোপরি, মা-বাবারাও এই সুস্পষ্ট বার্তা জেনে উপকৃত হন যে, শারীরিক শাস্তির কোনো ইতিবাচক ফল নেই, বরং এটি পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং শিশুর জন্য আরও অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিশুকে প্রহার করা এবং স্নেহময় আঘাত করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে। শারীরিক শাস্তি নিষেধ করার ব্যাপারটি কি অতিরিক্ত কঠোর মনে হচ্ছে না?

"স্নেহময় আঘাত" এর চেয়ে শিশুকে প্রহার করলে শারীরিকভাবে বেশী ক্ষতির আশঙ্কা থাকে (দেখুন "শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?", পৃষ্ঠা ৪), কিন্তু দুটোই সহিংস আচরণ এবং সন্তানের সমঅধিকার ও শারীরিক মর্যাদা লাভের অধিকার লঙ্ঘন করে। যখন নারী অথবা বৃদ্ধদের প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে দাবি তোলা হয়, তখন সমাজ কোনো সীমারেখা টানে না এবং কোনো প্রকারের সহিংসতাও সমর্থন করে না। সুতরাং কেন তারা শিশুদের ক্ষেত্রে এটা করে? মানুষের ভালবাসা বা ঘৃণার মধ্যে সংযোগ তৈরির বিপদ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা উচিত। "স্নেহময় আঘাত" বাজে ধরনের অসঙ্গতি। এই আপাতদৃষ্ট নিরীহ শব্দটিই একটি পর্দা হিসেবে কাজ করে যার পিছনে অধিকার লঙ্ঘন আড়াল হয়ে থাকে।

কিছু লোক যুক্তি প্রদান করে "শিশু নির্যাতন ও হালকা আঘাতের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে" এবং তারা সহিংসতার স্নেহময় উদ্দেশ্যের চাইতে সহিংসতার মাত্রার ওপর জোর দেয়। তবে এটা ভাবা ভুল যে, বয়স্করা সবসময় আঘাতের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায়শই অনিচ্ছাকৃতভাবে শক্তির ব্যবহার বেশী হয়ে যায়[৭], এবং এর মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।[৮] কিন্তু আবার, আঘাতের তীব্রতা যাই হোক না কেন, এটা সন্তানের শারীরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মাধ্যমে শিশু অধিকার লঙ্ঘন করে।

৭. কিরওয়ান, এস এবং বাসেত, সি. (২০০৮), এন এস পি সি সি তে উপস্থাপিত, ব্রিটিশ মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো/ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন

৮. শেরগিল, এস.এস. ও অন্যান্য (২০০৩), "টু আইস ফর এন আই: দ্য নিউরোসায়েন্স অফ ফোর্স এসকালেশন", সায়েন্স, ভলিউম ৩০১, ১১ জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৮৭

আইন প্রণেতারা এবং সরকার প্রথানুযায়ী "শিশু নির্যাতন" এবং "শারীরিক শাস্তি" আলাদা করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ নির্যাতনই শারীরিক। শারীরিক শাস্তিরই সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হয় – বয়স্করা শিশুদের মারধরের মাধ্যমে শাস্তি দেয় তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে তেমন কোন সীমা প্রস্তাব করা হয়নি, যেখানে শূন্য সহনশীলতা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে সকল ধরনের সহিংসতা বর্জন করতে হবে। কিন্তু বড়রা, শিশুদের জন্য গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয় এমন শাস্তিমূলক সহিংসতা এবং অগ্রহণযোগ্য নির্যাতন এর মধ্যে একটি বিধিবহির্ভূত পার্থক্য উদ্ভাবন করেছেন। বাস্তবে, শিশু নির্যাতন ও শারীরিক শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

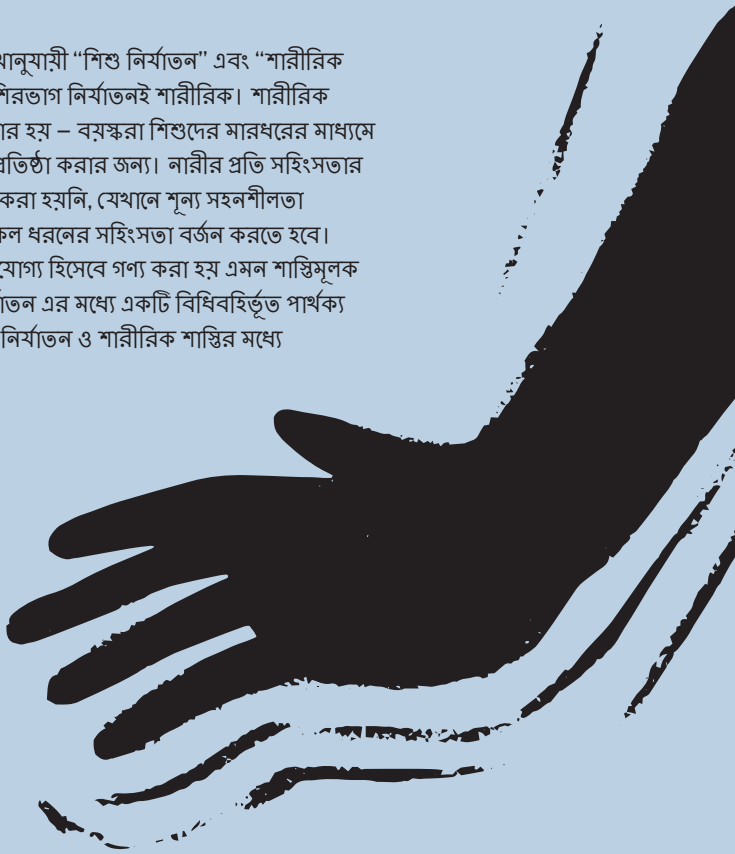

““নিরাপদ” আঘাত বলে কিছুই নেই।”

সবধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ না করে শুধু বিপদজনক আঘাতকে কেন সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে না?

"নিরাপদ" আঘাত বলে কোন জিনিস নেই। সকল মৃদু আঘাতই একটি শিশুর প্রতি শারীরিক আক্রমণ বোঝায় এবং তাদের মানবিক মর্যাদার প্রতি অসম্মান দেখায়। অনেক গবেষণায় দেখা যায় মা-বাবার মৃদু আঘাত থেকেও বড় ধরণের সহিংসতা ঘটে যেতে পারে। এছাড়া আঘাতের মাত্রা সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে তা বেড়ে যাবার আশংকা থাকে যা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে (দেখুন শিশুকে প্রহার করা এবং স্নেহময় আঘাত করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে। শারীরিক শাস্তি নিষেধ করার ব্যাপারটি কি অতিরিক্ত কঠোর মনে হচ্ছে না? পৃষ্ঠা ২০)।

কয়েকটি দেশ শিশুদের ওপর আঘাতের বিষয়কে গ্রহণযোগ্য উপায় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে – কোন বয়সে, শরীরের কোন অংশে, কী প্রয়োগের মাধ্যমে ইত্যাদি। এই ব্যাপারটি যেমন শিশুদের জন্য অসম্মানজনক তেমনি সমাজের জন্য বিভ্রান্তিকর। আমরা নারী, বৃদ্ধ বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষকে প্রহারের গ্রহণযোগ্য উপায় নির্ধারণ করার চেষ্টা করি না। শিশুরা - আমাদের তুলনায় সাধারণত ছোট ও আরো বেশী অসহায় তাই আরো বেশী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

আমার ধর্মে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগের অনুমোদন আছে। আমাকে এটা পরিহার করতে বলা কি ঠিক বা যুক্তিযুক্ত?

শিশুদের আঘাত করা বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ সব ধর্মই সমবেদনা, সমতা, ন্যায়বিচার ও অহিংসা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। বিশ্বের সকল ধর্মের অনুগামীগণ এইসব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন ও শিক্ষার অনুসরণ করেন। বড় ধর্মগুলোর প্রচারকারীদের কারোরই জীবনে শিশুদের আঘাত করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়না, পণ্ডিত ও ধর্মতত্ত্ববিদরা এই ব্যাপারটি জোর দিয়ে বলেছেন।

যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদের শারিরীক শাস্তি অনুমোদন করে তা প্রায়শই কর্তৃত্ববাদ, ক্ষমতা ও শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করার একটি সংস্কৃতি থেকে উৎসরিত। এতে অন্ধ আনুগত্যকে একটি পূণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং "অবাধ্য" শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হিসেবে শারীরিক শাস্তিকে সমর্থন দেয়া হয়।

নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিগণ এখন পারিবারিক পরিবেশ, বাড়িসহ অন্যান্য জায়গায় সব ধরনের শারীরিক শাস্তি বিলুপ্তির জন্য প্রচারাভিযানে যোগদান করছেন। ২০০৬ সালে জাপানের কিয়োটোয় অনুষ্ঠিত শান্তির জন্য ধর্ম বিশ্ব পরিষদের ৮০০ এর অধিক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ *"শিশুদের প্রতি সহিংসতার বন্ধের জন্য লড়াই একটি ধর্মীয় প্রতিশ্রুতি (কিয়োটো ডিক্লারেশন)*[১] *অনুমোদন করেন।"*, যা বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর প্রতি শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন এবং সব ধরনের শারীরিক শাস্তিসহ সহিংসতা নিষিদ্ধ করতে আহ্বান জানায়।

১. বিবৃতির পূর্ণ বিবরণটি পাওয়া যাবে এখানে http://churchesfornon-violence.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/Violence-Against-Children-3.pdf

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি, তাদের সাধারণ মন্তব্য নং ৮, দাবি করে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা "মৌলিক অধিকার ও অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৈধভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে"।[১০] কমিটি বর্ণিত করে:[১১]

"কিছু মানুষ শারীরিক শাস্তির জন্য বিশ্বাস ভিত্তিক যুক্তি উত্থাপন করেন, কিছু বিশেষ ধর্মীয় বাণী ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এতে শারীরিক শাস্তি শুধু উৎসাহিত নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্ব হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তিতে (আর্টিকল ১৮) সবার ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকার নিশ্চিত করা হলেও এর চর্চার বিষয়টি অন্যদের মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।"

১০. সাধারণ মন্তব্য নং ৮, অনুচ্ছেদ ২৯
১১. সাধারণ মন্তব্য নং ৮, অনুচ্ছেদ ২৯

এর মধ্যে আইন আনতে হবে কেন? এর বদলে শারীরিক শাস্তি থেকে বিরত থাকার জন্য বাবা-মাকে কেন সচেতন করা হচ্ছে না?

সব ধরনের শারীরিক এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর বা লাঞ্ছনাকর শাস্তি দূরীকরণের জন্য অভিভাবকদের সচেতন করা ও আইনী নিষেধাজ্ঞা উভয়ই প্রয়োজন। এটা বাছাই করার ব্যাপার নয়। মানবাধিকার চায় যে শিশুরা অন্তত বয়স্কদের সমান আইনি সুরক্ষা পাবে - পরিবার এবং সর্বত্র – এবং তা এখনই। আইন নিজেই একটি শক্তিশালী শিক্ষাগত উপাদান এবং শারীরিক শাস্তি বন্ধে আইন সংস্কারে অবশ্যই জনগণ ও পিতামাতার শিক্ষা সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই নিষেধ বাবা–মাকে অনুপ্রাণিত করবে ইতিবাচক উপায়ে তাদের সন্তানদের লালনপালনে এবং পেশাদার, রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমকে অনুপ্রাণিত করবে ইতিবাচক লালনপালনের উপায় সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে।

শারীরিক শাস্তির আইনী অনুমোদন বজায় রেখে মা–বাবাদের এটি বর্জন করার আহ্বান জানানো খুবই কঠিন। কারণ বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন, "যদি আইনে এর অনুমোদন থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে।" শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকর হয় যখন আইনও একই কথা বলে।

বেশীরভাগ শারীরিক শাস্তিই পরিবারে রুদ্ধদ্বারে ঘটে; যা নিষেধাজ্ঞা জারি করে বন্ধ করা অসম্ভব হবে, তাহলে নিষিদ্ধ করার মানেটা কী?

আজকাল কেউ সুপারিশ করবেন না যে, পরিবারে বয়স্কদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা নিষিদ্ধ করা উচিত নয় কারণ এটি খতিয়ে দেখা কঠিন: তবে শিশুদের কেন কম আইনি সুরক্ষা থাকবে? শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের আইন সংস্কারের প্রথম উদ্দেশ্য হলো প্রতিরোধ অর্থাৎ ঘটনা ঘটার আগেই শিশুদের ওপর ক্ষতিকর নিপীড়নের প্রতিরোধ করা। ভালো আইনের প্রথম উদ্দেশ্য: পারিবারিক "গোপনীয়তার" মধ্যেও একটি স্পষ্ট মান নির্ধারণ ও বার্তা প্রেরণ। কিন্তু পরিবারে শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন সংবেদনশীল ভাবে করা দরকার, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় রেখে – দেখুন 'শারীরিক শাস্তিকে অপরাধ মনে করলে হাজারো বাবা–মা কি অভিযুক্ত এবং আরো বেশি সংখ্যক শিশু কি শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হবে না?' পৃষ্ঠা ৪০।

আর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সঙ্গে সবসময় অহিংসভাবে সন্তান পালনের তথ্য এবং মাতাপিতাকে সহায়তা প্রদানের একটি সারগর্ভ প্রচারণা থাকা দরকার।

অনেক বাবা-মা তাদের সন্তান প্রতিপালনে অসহায় অবস্থায় পড়েন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য আর প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সম্পদের অভাবে শিক্ষক ও কর্মচারীরা ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের আগে কি আমাদের পরিস্থিতির উন্নতি পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়, যাতে এটা আরো মানসিক চাপ বৃদ্ধি না করে?

এই তর্ক একটি সুস্পষ্ট সত্যের নীরব স্বীকৃতি: শারীরিক শাস্তি প্রায়ই শিশুদের শিক্ষা দেয়ার বদলে প্রাপ্তবয়স্কদের 'অবদমিত অনুভূতি' প্রকাশের একটি প্রয়াস। অনেক ঘরবাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্তবয়স্কদের জরুরিভাবে আরো সম্পদ এবং সমর্থন প্রয়োজন হয়, তবে বাস্তবে প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যা হতে পারে, তাই বলে শিশুদের ওপর তা প্রকাশ করা সমর্থনযোগ্য নয়। নারীকে সহিংসতা থেকে সুরক্ষায় পুরুষদের অবস্থার উন্নতি জন্য যেমন অপেক্ষা করা উচিত নয়, তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের উন্নয়নের জন্য শিশুদের সুরক্ষা দিতে দেরী করা উচিত নয়।

পরিস্থিতি যেরকমই হোক না কেন, চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সন্তানদের আঘাত করা অকার্যকর। বড়রা যারা মেজাজ হারিয়ে আঘাত করে তারা পরে প্রায়ই নিজেদের দোষী মনে করেন; যারা নিরাবেগভাবে আঘাত করে দেখা যায় তাদেরকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ শিশুদের সামলাতে হয়। ঘরবাড়ি ও প্রতিষ্ঠান যেখানে ইতিবাচক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শারীরিক শাস্তি বর্জন করা হয়েছে সেখানে সবার জন্য চাপ অনেক কম থাকে।

সংঘাত-সংকুল দেশে, যেসব পিতা-মাতা বা শিক্ষকসহ বয়স্করা শিশুদের সঙ্গে কাজ করে, তারা নিজেরাও সহিংসতা ও লাঞ্ছনার শিকার হন। তারা যদিও শিশুদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে একমত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাদের অধিকার রক্ষায় কে যুদ্ধ করবে। স্পষ্টতই, অধিকার লঙ্ঘনের সুরাহা করা আবশ্যক কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা নিজেদের অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত শিশুদের অধিকার প্রদানে দেরী করানো উচিত নয়। সকল মানুষ শারীরিক মর্যাদার সঙ্গে এবং আইনের অধীনে সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে - এবং শিশুরাও মানুষ বলে তাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরকম।

“বিশ্বজুড়ে শিশুদের সব ধরনের সহিংসতা মুক্ত জীবনযাপন **করার অধিকার** আছে।”

শারীরিক শাস্তি আমার সংস্কৃতি ও শিশু পালন ঐতিহ্যের একটি অংশ। আর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অনেকটা ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ। তাহলে কি শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে আমার সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছেনা ?

শিশুদের আঘাত করা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয় হতে পারে, এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। যাই ঘটুক না কেন, শিশুদের আঘাত করা একটি শ্বেতাঙ্গ ঐতিহ্য বলে মনে করা হয়, যা দাসত্ব, উপনিবেশবাদ এবং কিছু ধর্মপ্রচারক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের বহু অংশে ইউরোপ থেকে প্রচলন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ "যুক্তিসঙ্গত শাস্তি" এর প্রতি ইংরেজদের যে পক্ষপাত তা বিশ্বব্যাপী আইনগুলিতে প্রতিফলিত হয়। ধারণা করা হয়, একমাত্র ক্ষুদ্র শিকারী-সংগ্রাহক নৃগোষ্ঠীতেই শিশুদের মারধোর করা হয় না বা খুবই কম করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এটাই মানবজাতির সবচাইতে প্রাকৃতিক জীবনধারণ ব্যবস্থা যদিও বিশ্বায়ন ও নগরায়নের চাপে তা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মানবাধিকার সার্বজনীন এবং বিশ্বজুড়ে শিশুদের সকল প্রকার সহিংসতা থেকে মুক্ত জীবন যাপন করার অধিকার আছে। সকল সংস্কৃতির দায়িত্ব শারীরিক শাস্তি প্রত্যাখ্যান করা, ঠিক যেমন তারা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন বর্জন করেছে যা তাদের ঐতিহ্যের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন শিশুদের শারীরিক বা মানসিক সব ধরনের সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার বহাল রেখেছে, জাতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই। সব মহাদেশেই শিশুদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। স্কুল ও বিচার বিভাগীয় প্রহার বিশ্বের সব অঞ্চলের অনেক রাজ্যে বেআইনি ঘোষনা করা হয়েছে।

শিশুদের আঘাত করার চর্চা থেকে সরে আসা কেন এত কঠিন?

যদি রাজনীতিবিদ সহ প্রাপ্তবয়স্করা, এই বিষয়টি আরো সহজে বুঝতে পারতেন, আমরা অনেক আগেই সম্মত হতাম যে শিশুদেরও আমাদের সবার মত হুবহু একই অধিকার আছে মানবিক মর্যাদা শারীরিকভাবে সম্মান এবং আইনের অধীনে সমান সুরক্ষা পাবার ক্ষেত্রে। বস্তুত আমরা মেনে নিতাম যে শিশুরা, যারা খুব ছোট এবং খুব দুর্বল অবস্থায় জীবন শুরু করে, প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে তাদেরই বেশি সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে।

প্রাপ্তবয়স্করা এখনও শিশুকে "শৃঙ্খলা" বা নিয়ন্ত্রণের নামে আঘাত ও আহত করা একটি "অধিকার" মনে করেন এবং সেটা ছেড়ে দেয়া কঠিন হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে বলে মনে হয়:

(ক) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সব জায়গার অধিকাংশ মানুষ পিতামাতার কাছ থেকে শৈশবে আঘাত পায়। অধিকাংশ পিতা-মাতাই নিজেদের শিশুদের আঘাত করেছেন। আমরা কেউই আমাদের পিতা-মাতা ও তাদের প্রতিপালন নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চাইনা। এবং এটাই রাজনীতিবিদ, পরামর্শ প্রদানকারী নেতৃবৃন্দসহ অনেক মানুষ, এমনকি যারা শিশু সুরক্ষায় কর্মরত তাদের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছিল শারীরিক শাস্তিকে সমতা অথবা মানবাধিকারের মৌলিক বিষয় হিসাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে। এটা কাউকে দোষারোপের বিষয় নয় – পিতামাতা সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করেছেন - কিন্তু শিশুদের সঙ্গে ইতিবাচক, অহিংস সম্পর্ক স্থাপনের সময় এসে গিয়েছে।

(খ) বড়রা রাগান্বিত হয়ে, অত্যাধিক চাপে বা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে প্রায়ই শিশুদের আঘাত করেন। অনেক বয়স্করা ভিতরে ভিতরে জানেন, যে আঘাত করে সন্তানের "শৃঙ্খলা" ঠিক করার যৌক্তিক সিদ্ধান্তের চাইতে এটা তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কারণেই ঘটছে। আর যতই এটা ঘটতে থাকবে, ততই মানসিক চাপ মোকাবেলার জন্য শিশুদের আঘাত করাটা তাদের স্বভাবসুলভ হয়ে উঠবে। এটি বন্ধ করা সহজ নয়। তবে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি পরিবর্তন করা সম্ভব। সরকার যেহেতু শিশুদের ইতিবাচক এবং অহিংস উপায়ে লালনের সার্বজনীন শিক্ষায় বিনিয়োগ করছেন সুতরাং শিশুদের সম্মান ও শারীরিক সুরক্ষায়, সন্তানকে শারীরিকভাবে আক্রমণ না করে কীভাবে তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ মোকাবেলা করা যায় তার অনেক উপায় মা-বাবারা জানতে পারবেন।

(গ) বিকল্প সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। আইন সংস্কারের সাথে সাথে কীভাবে বয়স্করা শিশুদের সাথে ইতিবাচক এবং অহিংস উপায়ে সম্পর্ক তৈরি করতে করতে পারেন সেই শিক্ষা পিতামাতা, শিশু ও সমাজকে দেয়া উচিত।

অধ্যায় ২: সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের প্রভাব সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ:

শারীরিক শাস্তি বন্ধ হলে কি শিশুরা কোন কিছুর পরোয়া না করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বেনা?

না! শৃঙ্খলা ও শাস্তি এক নয়। আসল শৃঙ্খলা শক্তির ওপর নির্ভর করে না। এটা উপলব্ধি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা থেকে জন্মায়। শিশুরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হিসাবে জীবন শুরু করে এবং যখন তারা বড় হতে থাকে, তারা বয়স্কদের ওপর নির্ভরশীল থাকে – বিশেষত তাদের পিতামাতা – আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে যারা পথ দেখাতে পারেন। শিশুদের কীভাবে আচরণ করা উচিত শারীরিক শাস্তি সে সম্পর্কে কিছুই বলে না। পক্ষান্তরে, শিশুদের আঘাত করে খারাপ আচরণের শিক্ষা দেয়া হয়। এটা শিশুদের শেখায় তাদের পিতামাতা সমস্যা বা দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণের জন্য সহিংসতা ব্যবহার করা গ্রহণযোগ্য মনে করে।

এছাড়াও শিশুদের আঘাত, শিশুদের জন্য একটি বিভ্রান্তিকর বার্তা যে, তাদের বলা হচ্ছে কাউকে আঘাত করা উচিত নয়, আবার বড়রা নিজেদের তুলনায় ছোট ও দুর্বল শিশুদের আঘাত করছে। পিতামাতা কী বলে শুধুমাত্র সেটা না, পিতামাতা কী করে, শিশুরা তাও শেখে।

আর সম্মানকে ভয়ের সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়। শাস্তির ভয়ে "ভালো" আচরণের মানে হলো শিশুটি শাস্তি এড়াচ্ছে, সম্মান দেখাচ্ছে না। শিশুরা সত্যিই সম্মান করতে শেখে যখন তাদের স্বকীয় গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়। পিতামাতা যখন শৃঙ্খলার নামে তাদের সন্তানদের আঘাত করেন, তখন শিশুরা "ভালো আচরণ" করতে শেখে একমাত্র শাস্তি এড়ানোর জন্য। এবং তারা শেখে যে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের একটি গ্রহণযোগ্য উপায় হলো পাল্টা হিংস্রতা।

কিন্তু যখন পিতামাতারা তাদের সন্তানদের এবং অন্যদের মানবিক মর্যাদা এবং শারীরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করে, তখন শিশুরাও সম্মান করতে শিখে। যখন বাবা-মায়েরা শিশুদের ইতিবাচক, অহিংস উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন শিশুরাও শিখে যে, সম্মান নষ্ট না করে দ্বন্দ্বের সমাধান করা যেতে পারে।

শারীরিক এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি, ইতিবাচক শৃঙ্খলার বিকল্প নয়। ইতিবাচক আচরণ সন্তানদের বিশৃঙ্খল করা তো দূরের কথা, বরং তাদেরকে শেখায় নিজের কাজের পরিণাম ও অন্যের অনুভূতি সম্পর্কে যত্নশীল হতে। ইতিবাচক শিশু পালনকে রাষ্ট্রের সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতিবাচক শিশু পালন ও সহিংসতা ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক উপকরণ পাওয়া যায়, যা প্রতিটি দেশে ব্যবহারের জন্য অনূদিত এবং গৃহীত হতে পারে।

যদি শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কি শিশুরা আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতো না - মানসিক শাস্তি, অপমান করা বা ঘরে বন্ধ করে রাখা?

শুধুমাত্র শারীরিক শাস্তি নয়, শিশুদের সব ধরনের নিষ্ঠুর বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। আইনি সংস্কারের পাশাপাশি শিশুদের সাথে ইতিবাচক ও সহিংসতামুক্ত সম্পর্ক তৈরির প্রচারণা চালানো উচিত।

বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের জীবনের শুরুটা সম্ভাব্য সর্বোত্তমভাবে করতে চান। যেসব বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের আঘাত করেন তারা সাধারণত মর্মাহত এবং অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাদের অধিকাংশই শারীরিক বা মানসিক সহিংসতার কোনো ধরনের ব্যবহার ছাড়াই, সন্তানদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের উপায় এবং সমাধানের পরামর্শ স্বাগত জানাবে। সন্তানদের আঘাত এবং অপমান থেকে সরে এসে তাদেরকে আমাদের সকলের মত মানুষ হিসেবে গণ্য করলে সবার পারিবারিক জীবন উন্নত হয়।

শারীরিক শাস্তিকে অপরাধ মনে করলে হাজারো বাবা-মা কি অভিযুক্ত এবং আরো বেশি সংখ্যক শিশু কি শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হবে না?

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের একটি আইন করা মানে পিতামাতাকে কারাগারে প্রেরণ করা নয়। এটা শিশুদের অধিকার পূরণে এবং সমাজের সঙ্গে ইতিবাচক অহিংস সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হবে। যেসব দেশে শারীরিক শাস্তি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, সেখানে পিতামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বৃদ্ধির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞা, শিশুর প্রতি রাষ্ট্রের মানবাধিকার নিশ্চিত করে। এর প্রথম উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক– সবার প্রতি স্পষ্ট বার্তা পাঠানো যে, গৃহের অভ্যন্তরেও শিশুর প্রতি কোনো সহিংস আচরণ করা যাবেনা। পুলিশ এবং বিচার বিভাগসহ শিশু সুরক্ষায় জড়িত সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া উচিত যে, শিশু সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে। অভিযোগ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদের উপকার পাবার সম্ভাবনা কম, এই আইনের প্রয়োগ হওয়া উচিত শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে, যখন এছাড়া আর অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

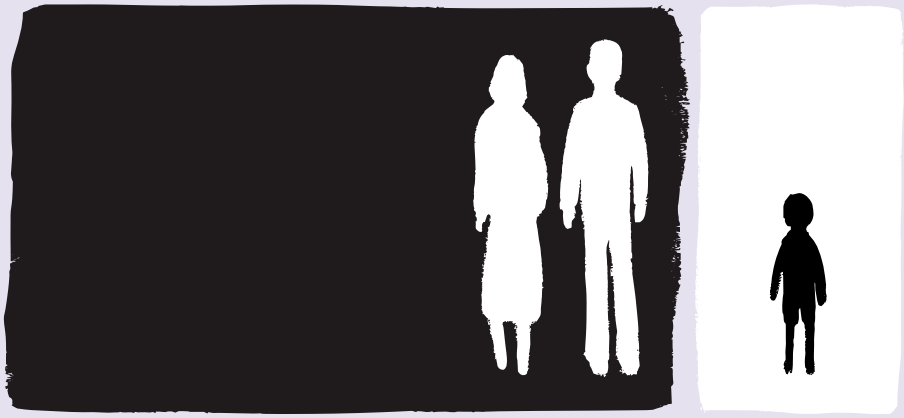

শিশু অধিকার কমিটি তাদের সাধারণ মন্তব্য নং ৮, এ দুটি তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন যা নিশ্চিত করে নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যাপক সংখ্যক মা–বাবা বিনা কারণে বিচারের সম্মুখীন হবেন না:

১. *ডি মিনিমিস* নীতি - খুব ছোটোখাটো কারণে এই আইন প্রয়োগ করা যাবে না। বড়দের মধ্যে তুচ্ছ বিবাদ যেমন আদালতে উত্থাপিত হয় না বললেই চলে, তেমনই শিশুদের বেলাতেও খুব ছোটোখাটো বিষয়ে এই আইন ব্যবহার করা হবে না।

২. শিশুদের নির্ভরশীল অবস্থা বিবেচনায় এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য এই আইন প্রয়োগে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। এই হস্তক্ষেপ তখনই করা উচিত যখন, শিশুটিকে আরো বড় ক্ষতি থেকে সুরক্ষা এবং সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন হয়।

শিশুদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে বাবা-মায়েরা যে শাস্তি প্রয়োগ করেন সেটাই কি সঠিক নয়?

শিশুদের নিজেদের ব্যথা দেয়া থেকে বিরত করার জন্য মৃদু আঘাত করা কোনো অর্থ বহন করে না। আপনি কি ভাবতে পারেন যে, কারো সন্তান যখন বিপদের মধ্যে থাকে তখন তাকে আঘাত করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন? অবশ্যই পারেন না।

সন্তানদের সুরক্ষার জন্য পিতামাতাকে শারীরিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে – বিশেষতঃ শিশু ও ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে – সব সময়ই। এটা সন্তান লালন-পালনের একটি স্বাভাবিক অংশ। একটি শিশু যদি আগুনের দিকে হামাগুড়ি দিতে থাকে অথবা একটি বিপজ্জনক রাস্তার দিকে দৌড় দেয়, বাবা-মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের থামাতে শারীরিক শক্তির ব্যবহার করবেন – তাদের আঁকড়িয়ে ধরে, তাদের তুলে এনে, বিপদকে দেখিয়ে এবং বিপদ সম্পর্কে বলে। কিন্তু তাদের শারীরিকভাবে আঘাত করে সম্পূর্ণরূপে ভুল বার্তা দেয়া হয়। তাদের শিখতে হবে কীভাবে নিজেদের নিরাপদ রাখা যায়, এবং যতক্ষণ না তারা তা করতে পারে, তাদের পিতামাতা তাদের নিরাপদে রাখবে। শিশু অধিকার কমিটি ব্যাখ্যা করেছেন: [১২]

"... শিশুদের লালন-পালন এবং যত্ন নেয়ার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের ব্যবহার জরুরী। এটি তাদের সুরক্ষা দেবার জন্যই প্রয়োজন। এটা ইচ্ছাকৃত এবং ব্যথা বা অস্বস্তিদায়ক অথবা অপদস্থ করার মত শাস্তিমূলক শক্তির ব্যবহার থেকে বেশ স্বতন্ত্র। বয়স্ক হিসেবে, আমরা নিজেরা একটি প্রতিরক্ষামূলক শারীরিক শক্তির প্রয়োগ এবং একটি শাস্তিমূলক লাঞ্ছনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি; শিশুদের প্রতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এর পার্থক্য বোঝা কঠিন কিছু নয়।"

১২. সাধারণ মন্তব্য নং ৮, অনুচ্ছেদ ১৪

সন্তানদে র সুরক্ষার জন্য শক্তি ব্যবহার করা এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আঘাত করার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। সব রাষ্ট্রের আইনই সুরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগের অনুমোদন দেয়। শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ আইন করে বাতিল করা মানে সুরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ বাতিল করা নয়।

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ওয়েবসাইট:

www.endcorporalpunishment.org

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের বিস্তারিত তথ্য গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, যার অন্তর্গত:

- পৃথিবীব্যাপী সমস্ত দেশ এবং এলাকার বিস্তারিত স্বতন্ত্র প্রতিবেদন।
- শারীরিক শাস্তির আইনি বৈধতা এবং এটি নিষিদ্ধের জন্য আইন সংস্কারের তাৎক্ষণিক সুযোগ সম্পর্কিত বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক তথ্যের তালিকা।
- কীভাবে জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক মানবাধিকার ব্যবস্থা শারীরিক শাস্তি মোকাবিলা করে এবং এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কীভাবে আইন সংস্কার উৎসাহিত করা যায়।
- শারীরিক শাস্তির প্রতি মনোভাব ও এর প্রকোপ এবং বয়স্ক ও সমাজে শিশুদের শারীরিক শাস্তির প্রভাবের গবেষণার সারাংশ।
- নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন সমর্থনের তথ্য।
- বিভিন্ন ভাষার বিদ্যমান তথ্যসহ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অ্যাডভোকেসি রিসোর্সের একটি বিন্যাস।

শিশুদের উপর সমস্ত শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার সময় এসেছে। শিশুদের সম্মান ও মর্যাদার অধিকার এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে এখনই।

দ্য গ্লোবাল ইনিশিয়াটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট

দ্য গ্লোবাল ইনিশিয়াটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন শারীরিক শাস্তির সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা এবং বর্জনের প্রচার ও আইন সংস্কার বিষয়ে বিনামূল্যে কারিগরি সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করে।

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org

www.twitter.com/Glendcorpun

www.facebook.com/Glendcorporalpunishment

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধে সমর্থন দেয়। ১৯৭৯ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সুইডেনে স্পষ্টভাবে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার জন্য অবদান রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটি শারীরিক শাস্তির সমস্যাটি তুলে ধরে একটি আইনি নিষেধাজ্ঞা এবং বর্জনের বিষয়টি বাস্তবায়নে এবং রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে গণ্য করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

info@rb.se

www.raddabarnen.se

resourcecentre.savethechildren.net

GLOBAL INITIATIVE TO
End All Corporal
Punishment of Children

Save the Children